দৈনিক ইত্তেফাক • ০৬৪

তারিখ ... 21 MAR 1988 ...
পৃষ্ঠা ... 1 ... কলাম 2 ...

এসএসসি পরীক্ষার দ্বিতীয় দিনে দুই হাজার বহিষ্কার ॥ ৫ টি কেন্দ্রে গুলী

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

গতকাল (রবিবার) এসএসসি পরীক্ষার দ্বিতীয় দিনে সারা দেশে প্রায় দুই হাজার পরীক্ষার্থীকে অসদুপায় অবলম্বনের অভিযোগে বহিষ্কার করা হইয়াছে। গতকাল ছিল ইংরেজী প্রথম ও দ্বিতীয় পত্রের পরীক্ষা। রংপুর, চুয়াডাঙ্গা, কালিয়াকৈর টাঙ্গাইল ও খুলনার ডুমুরিয়ায় নকল সরবরাহকারীদের সহিত পুলিশের সংঘর্ষকালে পুলিশ গুলীবর্ষণ করিতে বাধ্য হয়। এ সকল স্থানে পুলিশসহ প্রায় দেড়শত আহত হইয়াছে। নকল সরবরাহ ও ১৪৪ ধারা ভঙ্গের অভিযোগে বেশ কিছু লোককে গ্রেফতার করা হইয়াছে।

রাজধানী ঢাকায় গতকাল পরীক্ষা গ্রহণে যথেষ্ট কড়াকড়ি ছিল। কিন্তু মফস্বলের কেন্দ্রগুলিতে অবাধে নকল হইয়াছে। পাবনা ও টাঙ্গাইলসহ কোন কোন এলাকায় উত্তরপত্রের ফটোস্টেট কপি বিক্রি হইয়াছে। রাজধানীতে কোন পরীক্ষার্থী বহিষ্কৃত হওয়ার খবর পাওয়া যায় নাই।

কালিয়াকৈরে পাশাপাশি অবস্থিত গোলাম নবী হাইস্কুল ও কালিয়াকৈর গার্লস হাইস্কুল কেন্দ্রের বাহিরে জনতা-পুলিশ সংঘর্ষে ৪ জন পুলিশসহ প্রায় ৩০ ব্যক্তি আহত হইয়াছে। পুলিশ এখানে ২৫ রাউণ্ড গুলীবর্ষণ করে। গুলীবিদ্ধ রফিউল (২৫) ও শফিকুলকে (২০) মির্জাপুরের কুমুদিনী হাসপাতালে ও স্বপন পালকে (১৭) কালিয়াকৈর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হইয়াছে। গুলীবিদ্ধ নুরুকে (১৯) ঢাকায় প্রেরণ করা হইয়াছে। ইহাছাড়া আহত আরও ৩ জনকে কালিয়াকৈর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হইয়াছে। উপজেলা পুলিশ জানায়, পরীক্ষা কেন্দ্রের বাহিরে উচ্ছৃঙ্খল জনতা পুলিশের প্রতি ইট-পাটকেল ও একটি ককটেল নিক্ষেপ করিলে আত্মরক্ষার্থে

(শেষ পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 21 MAR 1988 ...
পৃষ্ঠা ... 1 ... কলাম 2 ...

এসএসসি পরীক্ষা

(১ম পৃঃ পর)

পুলিশকে ২৫ রাউণ্ড গুলীবর্ষণ করিতে হয়।

কালিয়াকৈর সংবাদদাতা জানান, ১৪৪ ধারা উপেক্ষা করিয়া বহুসংখ্যক লোক পরীক্ষা কেন্দ্রের কাছাকাছি অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করিলে পুলিশ বাধা দেয় ও লাঠিচার্জ করে। এ সময়ে পুলিশের প্রতি ইট-পাটকেল নিক্ষেপ শুরু হইলে কর্তব্যরত ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশে পুলিশ গুলীবর্ষণ করে।

টাঙ্গাইল সংবাদদাতা জানাইয়াছেন, বিকালে কালিহাতী কেন্দ্রে পুলিশ ও নকল সরবরাহকারীদের মধ্যে সংঘর্ষে ৪ জন পুলিশসহ প্রায় ৫০ জন আহত হয়। পুলিশ ৭ রাউণ্ড ফাঁকা গুলী ও ১০ রাউণ্ড কাঁদানে গ্যাস ছোঁড়ে। আহত ৩ জন পুলিশকে টাঙ্গাইল পুলিশ হাসপাতালে ও আহত বহিরাগতদের ৭ জনকে কালিহাতী হাসপাতালে ভর্তি করা হইয়াছে।

জেলা প্রশাসন সূত্রে বলা হয়, টাঙ্গাইল হইতে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সচিব) ও অতিরিক্ত পুলিশ সুপার একদল পুলিশ লইয়া কালিহাতীতে গিয়া দেখিতে পান: প্রতি কক্ষেই পরীক্ষার্থীদের চাইতে বহিরাগতদের সংখ্যা কয়েকগুণ বেশী এবং অনেকের উত্তরপত্র অন্যরা লিখিয়া দিতেছেন। এই অবস্থায় প্রথমে পুলিশ বহিরাগতদের কেন্দ্র হইতে বাহির করার জন্য লাঠিচার্জ করে। তাহারা বাহির হইয়া পুলিশের প্রতি ইটপাটকেল ছুঁড়িতে শুরু করে। জেলার প্রায় প্রতিটি কেন্দ্রে অবাধে নকল চলিতেছে। পরীক্ষা শুরু হওয়ার পর পরই শহরের ফটোষ্ট্যাট দোকানগুলিতে প্রশ্ন ও উত্তরপত্র কপি করার জন্য ভিড় জমে। কোন কোন দোকানের মালিক এ ব্যাপারে আপত্তি জানাইতে গিয়া নাজেহাল হইয়াছেন। সকালে পুলিশ একটি ফটোষ্ট্যাট মেশিন আটক করে।

অসদুপায় অবলম্বন ও অন্যকে দিয়া উত্তরপত্র লেখানোর দায়ে গতকাল কালিহাতী কেন্দ্রের ৪৫ জন, টাঙ্গাইল কেন্দ্রের ৪২ জন, ভুয়াপুর কেন্দ্রের ৬ জন ও দেলদুয়ার কেন্দ্রের ১ জন পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হইয়াছে।

রংপুরের বদরগঞ্জ উপজেলা কেন্দ্রে নকল সরবরাহকে কেন্দ্র করিয়া উচ্ছৃঙ্খল লোকজনের সহিত পুলিশের সংঘর্ষের এক পর্যায়ে পুলিশ গুলীবর্ষণ করে। ফলে ২ ব্যক্তি গুলীবিদ্ধ হয়। ইটপাটকেল নিক্ষেপে ৩ জন পুলিশসহ ৭ জন আহত হয়। রংপুর সংবাদদাতা জানান, কয়েক শত লোক নকল সরবরাহের উদ্দেশ্যে পরীক্ষা কেন্দ্রের নিকটে চলিয়া আসার চেষ্টা করিলে পুলিশ বাধা দেয়। সংঘর্ষের এক পর্যায়ে পুলিশ গুলীবর্ষণ করে। গুলীবিদ্ধ রফিকুল ইসলাম ও খায়রুজ্জামানকে রংপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হইয়াছে।

খুলনার ডুমুরিয়া কেন্দ্রে নকল সরবরাহকারীরা পুলিশের প্রতি ইটপাটকেল নিক্ষেপ শুরু করিলে পুলিশ ৪ রাউণ্ড ফাঁকা গুলীবর্ষণ করে। পুলিশ সূত্র জানায়, এখানে একজন পুলিশ আহত হয়।

চুয়াডাঙ্গার সংবাদদাতার টেলিফোন, আলমডাঙ্গা বালিকা বিদ্যালয় পরীক্ষা কে[illegible] [illegible] আহত হয়। ৪/৫ শত নকল সরবরাহকারী ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করিয়া উক্ত কেন্দ্রের অভ্যন্তরে প্রবেশের চেষ্টা করিলে পুলিশ তাহাদের উপর লাঠিচার্জ করে ও এক পর্যায়ে পুলিশ ৫ রাউণ্ড ফাঁকা গুলীবর্ষণ করে। নকল সরবরাহকারীদের ইটপাটকেল নিক্ষেপে ২ জন পুলিশ আহত হয়। পুলিশের লাটিচার্জে নকল সরবরাহকারীদের ১৩ জন আহত হয়। গতকাল চুয়াডাঙ্গার বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্র হইতে ৭৩ জন পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়।

কুমিল্লা সংবাদদাতা জানাইয়াছেন, এই শহর ছাড়া বাহিরের অন্যান্য কেন্দ্রে অবাধে নকল হইয়াছে। কোন কোন কেন্দ্রে পরীক্ষার্থীর চাইতেও নকল সরবরাহকারীর সংখ্যা ছিল বেশী। এক শ্রেণীর শিক্ষকও নকল সরবরাহ করিয়াছেন। গৌরীপুর কেন্দ্রে গতকাল বহিরাগতদের অত্যধিক ভীড়ের কারণে যথাসময়ে প্রশ্নপত্র বিলি করা যায় নাই।

চট্টগ্রাম অফিস জানায়, গতকাল চট্টগ্রামের বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্র হইতে ৩ জন পরিদর্শকসহ ২১ জন পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়। বিভিন্ন স্থানে সংঘর্ষে ১ জন পুলিশ অফিসারসহ ৫ জন পুলিশ ও ২৫ ব্যক্তি আহত হইয়াছে। সংঘর্ষ হইয়াছে বাঁশখালী উপজেলা কেন্দ্র, মীরেশ্বরাই উপজেলা কেন্দ্র ও রাউজান উপজেলা কেন্দ্রে।

পাবনা সংবাদদাতা জানাইয়াছেন, সেখানে ৫০ হইতে ১ শত টাকা মূল্যের উত্তরের ফটোকপি বিক্রি হইয়াছে। পুলিশ এ ব্যাপারে ১৭ জনকে গ্রেফতার করিয়াছে। পাবনার প্রায় সকল কেন্দ্রেই অবাধে নকল হইয়াছে।

নীলফামারী সংবাদদাতা জানান, সরকারী হাইস্কুল কেন্দ্রের ভিতর হইতে ছোরাসহ এক ব্যক্তিকে পুলিশ গ্রেফতার করেন।

গ্রেফতার

নকল সরবরাহের অভিযোগে গতকাল মুন্সিগঞ্জে ৩ জন, খুলনার তেরোখাদায় ৯ জন, নরসিংদীর শিবপুরে ৭ জন, কালিয়াকৈরে ৫ জন, মানিকগঞ্জে ১ জন, ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় ১৩ জন ও ব্রাহ্মণপাড়ায় ৪ জনকে গ্রেফতার করা হয়। ইহাছাড়া অসদুপায় অবলম্বনের অভিযোগে শরীয়তপুরে ৪ জন, মাদারীপুরে ৪ শত ২ জন, ফরিদপুরে ৮ জন, রাজবাড়ীতে ৭ জন, ধামরাইয়ে ৪ জন, ভালুকায় ৬ জন, মুন্সিগঞ্জে ৫১ জন, খুলনায় ৬৬ জন, চাঁদপুরে ২৯ জন, জামালপুরে ২২ জন, নরসিংদীতে ৩৮ জন, নীলফামারীতে ১ শত ২৯ জন, যশোরে ৬৪ জন, মানিকগঞ্জে ১ জন শিক্ষকসহ ২৭জন, জয়পুরহাটে ২৮ জন, নারায়ণগঞ্জে ৮ জন, নাটোরে ৫৮ জন, লক্ষ্মীপুরে ৯৫ জন, কুমিল্লায় ২ জন, লাকসামে ১ জন, বুড়িচং-এ ১২ জন, ব্রাহ্মণপাড়ায় ২২ জন, দেবিদ্বারে ২ জন, মুরাদনগরে ১৩ জন, ফরিদগঞ্জে ৩ জন, ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় ৭ জন, ফেনীতে ২জন, চট্টগ্রামে ৫ জন, লালমনিরহাটে ২৬ জন, কালিকিনিতে ৫৮ জন, শিবচরে ৩২ জন, মাদারীপুরে ৩ শত জন, রাজৈর-এ ১২ জন, গোপালগঞ্জে ৩৮ জন, গাজীপুরে ৩২ জন, পটুয়াখালীর মির্জাগঞ্জে ১৭ জন, বগুড়ায় ১৪০ জন, চুয়া[illegible]য় ৭৩ [illegible] বরিশালে ৪২ [illegible]